ফাহিম হুসাইন

মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর

কমপিউটার, ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি প্রযুক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ মানুষের প্রচলিত জীবনধারাকে বদলে দিচ্ছে। ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ ইন্টার‍্যাকটিভ বিশ্বে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত মানব সমাজ তার এই পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে ব্যবহার করছে মাল্টিমিডিয়া টেকনোলজিকে। নতুন যুগের আগমনে আমরা অনুভব করছি অনেক কিছুর অভাব, চাচ্ছি আমাদের চারপাশের পরিবর্তন। এই চাহিদাগুলোকে নিচের মতো করে শ্রেণীবিভাগ করা যায়—

১. তথ্যসমৃদ্ধ মিডিয়া : এক্ষেত্রে বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে যেকোনো সময় একজন মানুষ যে তথ্যই জানতে ইচ্ছুক সেটিই সে মিডিয়ার কোনো একটি বিভাগকে ব্যবহার করে জানতে পারবে।

২. 'ওয়ানস্টপ' সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট : অর্থাৎ প্রযুক্তিগত সকল সমস্যার সমাধান একটি স্থানেই পাওয়া যাবে। আর এই নির্দিষ্ট জায়গায় কাজ হবে পুরোপুরি কাস্টমার-সেবাধর্মী।

৩. অন-লাইন 'রিয়েল টাইম' সার্ভিস : মানুষ চায় অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যবস্থা গড়ে উঠুক যেটি কোনো আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক সীমারেখার অধিভুক্ত হবে না ও সবসময় অন-লাইনে থেকে কাজ কর্মের জন্য রিয়েল টাইম পরিবেশ তৈরি করবে।

৪. তথ্য আদান-প্রদানে গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ : এ পর্যায়টি সকল মানুষেরই কাম্য। আমরা সবাই চাই যে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোন তথ্য জানার অধিকার যাতে সংরক্ষিত হয় ও এক্ষেত্রে যেন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা না হয়।

৫. বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ : ক্রেতা সবসময়ই চায় যাতে কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া মনোভাব গ্রহণ না করা হয়। এক্ষেত্রে সকলের কাম্য উন্মুক্ত বাজারে যেকোন পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ।

মানুষের এসব চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রযুক্তিগতভাবে আরো উন্নত পরিবেশের চিন্তা করতে গিয়েই জন্ম নেয় স্মার্টসিটি, ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট, স্মার্ট স্কুল, টেলি-মেডিকেয়ার প্রভৃতির ধারণা। সূচনা হয় মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরির প্রক্রিয়া— যার প্রথম সফলতা হতে যাচ্ছে 'মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর'।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর কি?

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর (MSC) হল কমপিউটার, ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন প্রভৃতি প্রযুক্তিগুলোর উন্নতি সাধন ও এগুলোর সমন্বিত ব্যবহারে মানুষের জীবনযাত্রাকে আধুনিকীকরণের জন্য প্রস্তাবিত একটি বিশাল গবেষণা ও কর্মক্ষেত্র যা বর্তমানে মালয়েশিয়ায় নির্মিত হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই এমএসসি দৈর্ঘে ৫০ কি.মি. ও প্রস্থে ১৫ কি.মি.। পৃথিবীর প্রথম দু'টি স্মার্ট সিটি সাইবারজায়া ও পুত্রাজায়া এখানে তৈরি হচ্ছে। এ দুটোকে একসাথে মেগাজায়া বলা হয়ে থাকে।

পুত্রাজায়া হচ্ছে মালায়শিয়ার নতুন প্রশাসনিক রাজধানী যেটিতে পৃথিবীর সর্বপ্রথম 'ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্টের' ধারণা ব্যবহার করা হবে। সাইবারজায়াকে এক কথায় বলা যায় ইন্টেলিজেন্ট সিটি। এখানে থাকবে মাল্টিমিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, একটি মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং শতাধিক বহুজাতিক আইটি কোম্পানির অপারেশনাল হেড-কোয়ার্টার যেগুলো সারা বিশ্বের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ চালিয়ে যাবে।

এছাড়া এমএসসি-তে থাকবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিল্ডিং KLCC Petronas টুইন টাওয়ার, এশিয়ার বৃহত্তম টেলি-কমিউনিকে-শনের স্থাপত্য KL টাওয়ার এবং সম্পূর্ণ নতুন একটি বিমানবন্দর।

এক কথায় বলা যায় এমএসসি হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার একটি ভবিষ্যৎ প্রতিচ্ছবি, এক অমিত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো।

- এটি একটি মাল্টিমিডিয়া ইউটোপিয়া বা স্বর্গরাজ্য যেখান থেকে একটি যথার্থ পরিবেশ ও নিয়মের অধীনে সৃষ্ট যাবতীয় মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক পণ্য ও কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারবে।
- এখানে মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা সুবিধা, অবকাঠামো, আইন, নীতিমালা, প্রভৃতি বর্তমান থাকবে।
- কর্তৃপক্ষ দ্বারা চিহ্নিত সাতটি মাল্টিমিডিয়া এপ্লিকেশন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে যাবতীয় আবিষ্কার ও গবেষণা সংঘটিত হবে।
- স্মার্ট বাসগৃহ, স্মার্ট শহর, স্মার্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্মার্ট কার্ড এবং স্মার্ট পার্টনারশীপ সৃষ্টির ধারণা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে এটি নিরলস কাজ করে যাবে।

মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পো. (যে প্রতিষ্ঠান এমএসসি তৈরির কাজ পরিচালনা করছে, সংক্ষেপে এমডিসি) ২০ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা করেছে যার অধীনে ৩টি ধাপে এমএসসি-এর যথার্থ পরিণতি সম্পন্ন হবে। পর্যায়গুলো হচ্ছে—

পর্যায়-১

এ সময় এমডিসি সফলতার সাথে এমএসসি সৃষ্টি করবে, এখানে বিখ্যাত আইটি কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করা হবে, সাতটি ভিত্তিমূলক বা ফ্ল্যাগশিপ অপারেশন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হবে। এই এপ্লিকেশনগুলো হলো—

ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট, স্মার্ট স্কুল, টেলিমেডিসিন, মাল্টিপারপাস কার্ড, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও সরবরাহের নেটওয়ার্ক এবং সীমান্তবিহীন বাজারজাতকরণ।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে বেআইনি কাজ প্রতিহত করতে প্রভূত 'সাইবার ল' এর কাঠামো প্রস্তুত করা হবে ও বিশ্বের প্রথম ইন্টেলিজেন্ট/স্মার্ট শহররূপে সাইবারজায়া ও পুত্রাজায়াকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

পর্যায়-২

এই ধাপে এমএসসিকে বিশ্বের অন্যান্য সাইবার সিটির সাথে সংযুক্ত করা হবে। ফলে যাবতীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সহজে আদানপ্রদানের জন্য অসংখ্য 'করিডোর'-এর সৃষ্টি হবে, ফ্ল্যাগশিপ অপারেশনগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ মাত্রা লাভ করবে, সমাজে পুরোপুরিভাবে 'সাইবার ল'-এর প্রয়োগ ঘটবে এবং সামগ্রিকভাবে আন্তঃসংযুক্ত অনেকগুলো সাইবার /স্মার্ট সিটি- এর অভ্যুদয় হবে।

পর্যায়-৩

সর্বশেষ পর্যায়টিতে মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাসমূহকে কাজে লাগিয়ে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে। "এসময়ে সৃষ্টি হবে আন্তর্জাতিক সাইবার আদালত যথার্থরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করবে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে।

এমএসসি-এর ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশন ও তার উন্নয়ন

উপরোক্ত আলোচনায় একটি কথা বারবার এসেছে, সেটি হলো 'ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশন'। মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের সৃষ্টি ও এর

মালয়েশিয়ান সুপার করিডোর : দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল ও প্রস্থে ৯ মাইল

কর্মক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনাকারীগণ ৭টি কাজের ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন ও এগুলোকে কেন্দ্র করেই এমএসসি'র অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে। 'ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশন' নামক এই কর্মক্ষেত্রগুলোকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশন : এতে মালয়েশিয়া ও পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বের অবকাঠামোগত উন্নয়ন মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। যে এপ্লিকেশনগুলো এর অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো—

ক. ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট : এটি ভবিষ্যত প্রশাসন ব্যবস্থার রূপরেখা যা paperless বা কাগজবিহীন সিভিল সার্ভিসের সূচনা ঘটাবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে নির্মিত এই সরকার কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সবচেয়ে কম সময়ে ও কম খরচে জনগণকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সেবা প্রদান। মালয়েশিয়ার সরকার এমএসসি'র এই এপ্লিকেশনের সাথে তাল মিলিয়ে সেদেশের প্রশাসনিক অবকাঠামো ইতোমধ্যেই পরিবর্তন করেছে। বিশ্বের প্রথম প্রশাসনিক দিক দিয়ে 'স্মার্টসিটি' পুত্রাজায়াতে মালয়েশিয়ার সরকার তাদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসগুলো স্থানান্তর করছেন। সম্পূর্ণভাবে অটোমেটেড এই নতুন প্রশাসনিক রাজধানী মানব ইতিহাসে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলা যায়।

খ. স্মার্ট স্কুল : স্মার্ট স্কুল হলো নতুন শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রূপরেখা। এমএসসি এই এপ্লিকেশনের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে আশাবাদী। একজন ছাত্রকে পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে পরিচয় ও খাপ খাইয়ে চলতে প্রস্তুত করতে স্মার্ট স্কুলে অবাধে ব্যবহার করা হয় তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদানকে। ছাত্ররা তাদের পাঠ্যবস্তুর প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে থেকে। শিক্ষাগ্রহণ তখন ক্লাস রুমের ছোট্ট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেনা। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা থাকেন উচ্চ পর্যায়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত ও তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত স্মৃতিভিত্তিক শিক্ষার বদলে স্বকীয়তা সৃষ্টিকারী আধুনিক শিক্ষা প্রদান করেন।

❖ স্মার্ট স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুম, মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান (যেমন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বিশাল স্ক্রীণ) দিয়ে সমৃদ্ধ থাকবে।

❖ এছাড়া একটি মিডিয়া সেন্টার/লাইব্রেরি থাকবে যা প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করবে।

❖ প্রতিটি স্মার্ট স্কুলে নেটওয়ার্কিং সুবিধা এবং ইন্টারনেট থাকবে।

❖ কমপিউটার স্ট্যাডিজ একটি বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে ও এর জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি থাকবে।

❖ বিভিন্ন ধরণের মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট সেন্টার থাকবে।

❖ যেকোনো স্মার্ট স্কুলে একটি কন্ট্রোলরুম থাকতে হবে যেখান থেকে যাবতীয় অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি, ভিডিও কনফারেন্সিং স্টুডিও প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

❖ শিক্ষকদের রুমগুলোর সাথে সেন্ট্রাল ডাটাবেজের সংযোগ থাকবে, এছাড়া এসব রুমে ইন্টারনেটের সুবিধাও থাকবে।

❖ স্কুলের প্রশাসনিক অফিস নিয়ন্ত্রণ করবে প্রতিটি ছাত্র ও শিক্ষকের যাবতীয় তথ্য, পারফরমেন্স সম্বলিত সেন্ট্রাল ডাটাবেজ। এটি প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম ও নেটওয়ার্ক রিসোর্স ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে।

❖ প্রতিটি স্মার্ট স্কুলেই সার্ভার রুম নামক একটি অংশ থাকবে যা নেটওয়ার্কিং, টেলিকমিউনিকেশন ইন্টারফেস, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এসব জিনিসগুলোর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে।

২০১০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়ায় বিদ্যমান ৭০০০টি প্রাইমারী ও ১৫০০টি সেকেন্ডারী স্কুলকে এমএসসি স্মার্ট স্কুলে পরিণত করবে ধারণা করা হচ্ছে।

গ. টেলিমেডিসিন : টেলিমেডিসিন বর্তমান ইনফরমেশন যুগের এক অভূতপূর্ব সংযোজন। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভৌগলিক দূরত্ব আর কোন বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয় না। এক্ষেত্রে একজন রোগী থাকতে পারেন নরওয়েতে আর ডাক্তার তখন অবস্থান করছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। হাইরেজুল্যুশান ক্যামেরার মাধ্যমে ডাক্তার পরীক্ষা করতে পারেন রোগীকে, চিহ্নিত করা সম্ভব হয় জটিল কোনো রোগকে। এই কাহিনীটি প্রায় অসম্ভব মনে হলেও ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে নরওয়েতে টেলিমেডিসিনের

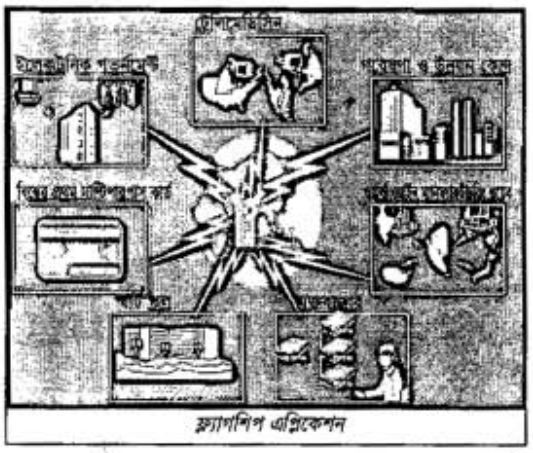

ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশন

প্রযুক্তি ব্যবহার করে এভাবেই জীবন বেচেছিল এক ব্যক্তির। এছাড়া অপারেশন থিয়েটারে না থেকেও এই প্রযুক্তি ব্যবহারে দূরের ডাক্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশ নিতে পারেন।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরও এধরনের টেলিমেডিসিন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে ইচ্ছুক। এই প্রক্রিয়ার অধীনে এমএসসি মেডিসিন ও ইন্টারএকটিভ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করবে। বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে যে কেউ বিভিন্ন মেডিকেল রেকর্ড জানতে ও বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। টেলিকন্সালটেন্সির মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও তা নির্ণয়ের কাজও ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। মানুষ যেখানেই থাকুকনা কেন টেলিমেডিসিন প্রযুক্তির ব্যবহারে সে সবসময়ই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লাভ করতে পারবে।

টেলিমেডিসিন গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। এর ফলে যাবতীয় চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় রাখা যাবে যেখানে এক্সেস করে মানুষ নিজের খরচ, সময় ও সর্বোপরি জীবন বাঁচাতে পারবে। রবোট দ্বারা সম্পন্ন অপারেশান নিয়ন্ত্রণেও ডাক্তাররা টেলিমেডিসিন ব্যবহার করতে পারেন।

ঘ. মাল্টিপারপাস কার্ড : এমএসসি ভবিষ্যতে মানুষের ব্যবহারের জন্য যে মাল্টিপারপাস কার্ড প্রযুক্তির কথা প্রস্তাব করেছে তার সফল বাস্তবায়ন হলে মানবজীবনের জটিলতা অনেক কমে যাবে। এধরনের প্রতিটি কার্ডে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি ইউনিক আইডি নম্বর থাকবে ও তাকে চিহ্নিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য কার্ডটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই কার্ড ভোট প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, বেকারভাতা, পেনসন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। পর্যায়ক্রমে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে মাল্টিপারপাস কার্ড জনপ্রিয় করে তোলা হবে।

২. মাল্টিমিডিয়া এনভায়রণমেন্ট ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশন : বর্তমান ও ভবিষ্যত বাজার চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এমএসসি তার পরবর্তী তিনটি ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশন নির্ধারণ করেছে। এই এপ্লিকেশনগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে এমএসসি ও তার অন্তর্ভুক্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মাল্টিমিডিয়া ইন্ডাষ্ট্রিতে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এ পর্যায়ে নির্মিত হবে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা কেন্দ্র, দ্রুত তথ্য ও সামগ্রী আদান-প্রদান এবং বাজারজাতকরণের জন্য তৈরি হবে hub সমষ্টি, সর্বোপরি গোটা মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা এমএসসি-এর কর্মকাণ্ডের প্রভাবে পরিবর্তিত ও উন্নত হবে। এ ধরনের ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশনগুলো হলো—

ক. গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র;

খ. বিশ্বব্যাপী উৎপাদন ও সরবরাহের নেটওয়ার্ক;

গ. সীমান্তবিহীন বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বা Borderless Marketing।

আলোচ্য এসব ফ্ল্যাগশিপ এপ্লিকেশনের সফলতা পুরোপুরি নির্ভর করবে এমএসসি-এর বিদ্যমান অবকাঠামো কিভাবে কাজ করে তার উপর। আমরা এখন মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের অবকাঠামোগত বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করবো।

এমএসসি-এর অবকাঠামো : মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরকে বহির্বিশ্বের সাথে সংযুক্ত রাখছে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অতি শক্তিশালী ডিজিটাল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। এই কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে—

Live multimedia internet broadcasting, remote CAD/CAM অপারেশন, ভার্চুয়াল বোর্ডরুম প্রভৃতিকে সাপোর্ট করার জন্য প্রতি সেকেন্ডে 2.5—10 জি.বা. পর্যন্ত তথ্য আদান প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ফাইবার অপটিকের কাঠামো থাকবে এমএসসি-তে। এই নেটওয়ার্ক এমএসসি-কে ক্রমে ক্রমে জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সাথে সংযুক্ত হবে।

এমএসসি-এর অন্তর্ভুক্ত কোম্পানি ও তাদের বহির্দেশীয় শাখা এবং রফতানি বাজারের মধ্যে তথ্য, দ্রব্য ও সেবা যাতে সহজে ও দ্রুত আদান-প্রদান করা সম্ভব হয় সেজন্য উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট কমিউনিকেশন লিংক এখানে বিদ্যমান।

বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া এপ্লিকেশনগুলোর (ভয়েস, ডাটা, ভিডিও) সঠিক ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য ATM প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় যা সকল প্রকার মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন করে।

টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি বাজারজাত করতে গিয়ে এর মূল্যমান ক্রেতা সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিযোগিতামূলকভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্রগুলোর আইটি বাজারে দখলে এগিয়ে থাকার সর্বাধিক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়ে দুটো স্মার্ট শহর সাইবারজায়া ও পুত্রজায়াকে dual স্মার্ট হাইওয়ে এবং ট্রানজিট রেল সিস্টেমের মাধ্যমে কুয়ালালামপুর ও KLA আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে।

'সাইবারজায়ার'র উন্নয়ন

এই অবকাঠামো ছাড়াও এমএসসি স্বীকৃত প্রথম মডেল সাইবার সিটি 'সাইবারজায়া'র উন্নয়ন ও এমএসসি-এর কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

৮ জুলাই '৯৯ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় এই স্মার্ট শহরটি। এতে বিশ্বের প্রায় সব বড় বড় কোম্পানিগুলো আঞ্চলিক হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে। ইতোমধ্যে জাপানের নিপ্পন টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন কর্পো. (NTT) তার হেড কোয়ার্টার সাইবারজায়াতে স্থাপন করেছে।

বিভিন্ন কোম্পানির হেড কোয়ার্টার, গবেষণা কেন্দ্র ও বিপণন বিভাগ ছাড়াও সাইবারজায়াতে থাকবে মনোরম দৃশ্যাবলী সমৃদ্ধ রিসোর্ট, বিলাসবহুল হোটেল, আধুনিকতম বাড়ি-ঘর, কনভেনশন সেন্টার আর কর্মজীবীদের উপযোগী উন্নতমানের এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। পুরো সাইবারজায়ার উন্নয়নে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখবে এমএসসি-র আধুনিকতম টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা। এছাড়া এই শহরে থাকবে একটি মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, একটি টেলিমেডিসিন হাসপাতাল ও একটি আন্তর্জাতিক স্কুল। সর্বোপরি এ শহর হবে সম্পূর্ণরূপে দূষণমুক্ত আদর্শ স্থান। ভবিষ্যৎ মানব সমাজের স্বপ্নের শহর এই সাইবারজায়া গঠনে তাই তিনটি বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি জোড় দেয়া হয়েছে। সেগুলো হল— আন্তর্জাতিক মানের শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা, সর্বাধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজির ব্যবহার এবং সর্বপ্রকার দূষণমুক্ত একটি সুস্থ পরিবেশ।

পরিকল্পনাকারীগণের মতে ২০২০ সাল নাগাদ ২,৪০,০০০ লোকের কর্মক্ষেত্র এই সাইবারজায়াতে ৭০,০০০ লোক স্থায়ীভাবে বাস করতে পারবে।

সাইবার আইন ও এমএসসি

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে প্রবেশ করার সাথে সাথে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে মানুষ যে সমস্যার মোকাবেলা করছে তাহলো সাইবার ক্রাইম। গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় সিস্টেমগুলোতে অনবরত হ্যাকিং, অন-লাইনে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন লংঘন এ সব কিছুই এখন প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে ঘটে যাচ্ছে। এই ভিন্ন মাত্রার অপরাধগুলোকে প্রতিহত করতে এমএসসি তাই কাঠামোগতভাবে বেশ কিছু সাইবার আইন প্রস্তাবও প্রয়োগ করেছে।

এমএসসি-র পরিকল্পনাকারীগণ এই সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করেছেন—

প্রথমতঃ ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সাইবার কর্মকান্ড— ডিজিটাল সিগনেচার, ডিজিটাল কনট্র্যাক্ট (ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কোর্টে স্বাক্ষ্য প্রদান), সাইবার পে-মেন্ট, ডিজিটাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট প্রভৃতি।

সাইবারভিত্তিক সামাজিক কর্মকাণ্ড— কমপিউটার ক্রাইম, সাইবার ফ্রড, প্রাইভেসী প্রোটেকশন, ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি।

ক্ষেত্র-নির্ভর সাইবার কার্যাবলী— বর্ডারলেস মার্কেটিং, টেলিমেডিসিন, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট, স্মার্টস্কুল, মাল্টিপারপাস কার্ড প্রভৃতি।

অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে সাইবার ক্রাইম সংঘটিত হতে পারে। এমএসসি এই চিহ্নিত জায়গাগুলো সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন করেছে। বিশ্বের কিছু দেশে কয়েকটি সাইবার আইন থাকলে অপরাধের বর্তমান মাত্রার তুলনায় সেগুলো প্রায় কার্যক্ষমতাহীন। এমএসসি আইনের সেই ফাকগুলো দূর করে এমন একটি আইনগত অবয়ব দাঁড়া করিয়েছে যে ভবিষ্যতের মানুষ এমএসসির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

এমএসসি-এর বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে এমএসসি কর্তৃপক্ষ আশা করছেন ২০২০ সালের মধ্যে সেখানে ৫০০টির মতো কোম্পানি বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থাকবে। বর্তমানে এমএসসি-এর সদস্যপদ পেয়েছে ২২৫ টি কোম্পানি। সেগুলোর মধ্যে ১০৮টি মালয়েশিয়ান ফার্ম। বাকিগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি। মাল্টিন্যাশনাল এই কোম্পানিগুলো হচ্ছে— এসিআর, এনটিটি কর্পো., সনি কর্পো., মাইক্রোসফট, এপল, আইবিএম, মটোরোলা, সান মাইক্রোসিস্টেমস ইন্ক., ওরাকল কর্পো., নেটস্কেপ কমিউনিকেশন কর্পো., কম্প্যাক কমপিউটারস, হিউলেট-প্যাকার্ড কোম্পানি প্রভৃতি। সবশেষে বলা যায় মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের সৃষ্টি মানব ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এমএসসি-এর এই কর্মকাণ্ড মানুষকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শেখায়, প্রস্তুত করে পরিবর্তিত টেকনো প্রভাবিত যুগের জন্য। এমএসসি-এর সফলতা আমাদের জীবন যাত্রার প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে বদলে দিবে, আক্ষরিক অর্থেই মানুষ তখন 'সাইবার যুগ'-এ প্রবেশ করবে। ●